International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 16-27
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.16-27

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা

চৈতালী চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Almost half of the population of the nation comprises of women. Even if there are claims of worldwide equality and growth, women nevertheless experience injustice and negligence in practically every aspect of their existence. It is still a fact that women's human rights are routinely infringed across the world, and recognizing women's rights has not always been a primary concern. A detailed understanding of the mechanisms through which women feel marginalized and are denied equality is necessary in order to develop successful strategies to reduce discrimination against women and achieve equality between men and women. Without a doubt, the best way to emancipate women is through education. Instead of encouraging women to succumb to their circumstances, this education will give them the confidence to challenge them. Instead of instructing women to conform to oppression or mistreatment, this education would give them the conviction to contest their conditions. When women's conscience is awakened through education, they will have more power over their lives and be able to vigorously stand against injustice. Examining a case study of women's emancipation within the setting of Rokeya Sakhawat Hossain's well-known book 'Sultana's Dream' and the vital role that education played in this empowerment helps the reader to understand the major argument of this paper. It is a fact that women should cultivate their sense of self-esteem and dignity as opposed to slavishly adhering to the patriarchal mindset. The struggle for women's rights can only be accomplished in this way. However, it is crucial to ensure that both men and women can progress on the journey of development through a combined partnership in this endeavour.

Keywords: Women's emancipation, education, case study, Rokeya's 'Sultana's Dream', social justice

ভূমিকা: সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক মানুষ যুগ যুগ ধরে পুরুষতন্ত্রের অবহেলা, বঞ্চনা, অত্যাচার এবং অবিচারের শিকার। সারা বিশ্বে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমতার জন্য সংগ্রাম করছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অমূল্য অবদান রয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তার এই ভূমিকা এবং অবদান উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে। নারীর অবস্থা

শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই পাখির মতো যে কোনদিনই বাইরের জগৎকে দেখার সুযোগ পায় না; আর সুযোগ পেলেও তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভারতে নারীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধের সংখ্যা থেকে এই দুর্দশা স্পষ্ট। মায়ের গর্ভে ধারণের সাথে সাথে একটি মেয়ের জীবনে যে সমস্যাগুলির সূচনা হয়, তা তাকে তার সমগ্র জীবনকাল ধরে অনুসরণ করে। এই সত্য জাতি, শ্রেণী, ধর্ম শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের অবস্থান নির্বিশেষে সকল স্তরের মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য।

নিবন্ধটির মূল উপপাদ্য বিষয় বোঝার জন্য উনিশ শতকের নারীর ক্ষমতায়নের দলিল হিসাবে রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'- এর চিন্তাভাবনা ও তার পর্যালোচনাকে একটি কেস স্টাডি হিসাবে নেওয়া হয়েছে৷ আমরা জানি সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে কেস স্টাডি পদ্ধতি একটি জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে বিশ্লেষণের এবং অধ্যায়নের বিষয় বিস্তৃত এবং গভীর পর্যালোচনা করার জন্য কেস স্টাডির ভূমিকা একটি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছানোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়[১]। নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য 'সুলতানার স্বপ্ন' একটি উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডি, কেননা 'সুলতানার স্বপ্ন' এক সুদূর প্রসারী নারীর ক্ষমতায়নের দিক নির্দেশ করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষনায় উঠে এসেছে যে, নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে 'সুলতানার স্বপ্ন' এখনো সমভাবে প্রাসঙ্গিক এবং যে মানদন্ডগুলি 'স্বপ্ন' হিসাবে ভাবা হয়েছিল তার একটা সুদূরপ্রসারী ফল রয়েছে। তাই এই কেস স্টাডি বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বোঝার একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

পিতৃতন্ত্র ও নারী: কোন সন্দেহ নেই যে একটি দেশের অগ্রগতি অনেকাংশে সেই দেশের নারীর অগ্রগতির মাধ্যমে পরিমাপ করা যেতে পারে। তার কারণ নারী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজে নারীর প্রতি ব্যবহারের ধরন, তার আইনি মর্যাদা, অংশগ্রহণের সুযোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার মতো বিষয়গুলি সমাজে নারীর মর্যাদা নির্ধারণ করে। নারীর ইতিহাস সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নারীর অবস্থান একটি সুসঙ্গত কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে পরিবার, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান একত্রিত হয়। আদর্শ কন্যা, জায়া, জননী - এইভাবেই নারীর পরিচয় গড়ে ওঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই আদর্শের মানদন্ডই প্রধান হয়ে ওঠে যেখানে এই পরিচয়ে পরিচিত হওয়াই নারীর একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করা হয়। নারীর ভূমিকার সর্বোত্তম বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে যখন বলা হয়, একজন নারী (তার স্বামীর ক্ষেত্রে) রন্ধের সময় এবং খাবার পরিবেশনের সময় একজন মায়ের মতো, স্বামী যখন কাজে ব্যস্ত থাকবেন তখন তার এব্য ধৈর্যের ক্ষেত্রে হবেন ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা[২]।

পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেও আজ কমবেশি সকলেই উপলব্ধি করে কোন সমাজের উন্নয়নের স্থায়িত্বের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। ক্ষমতায়ন বলতেসাধারনভাবে বোঝানো হয় সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা। লাভ অথবা এমন এক অবস্থান যেখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়া সম্ভব[৩]। এটি এক নিরন্তর ও গতিশীলক্রিয়া। পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ক্ষমতায়ন ঘটতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পুরুষই সর্বত্র ক্ষমতা এবং আধিপত্য প্রয়োগ করে। আর এই একই চিত্রের অন্যপিঠে নারীকে সুপরিকল্পিতভাবে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। নারী আজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এবং আর্থিকভাবে পুরুষের প্রক্রিয়া সম্পুর্ণ হয়নি। পিতৃতন্ত্রকে শক্তিশালী ভিতের

উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই এটি করা হয়েছে। মাতৃত্বের মধ্যেই নারীর পূর্ণতা- চিরাচরিত এই ধারণার আড়ালে আছে পিতৃতন্ত্রের প্রবল প্রতাপ এবং নারীকে অবদমিত করে রাখার ইতিহাস। পুরুষতান্ত্রিক শাসনের রাজনীতিতে এইভাবে শুধু নারীর শিক্ষাই নয়; তার স্বাধীন জীবিকার্জনের অধিকার এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সম্পুর্ণরূপে রুদ্ধ করে ফেলা হয়। বাইরের জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন করে অন্তর্জগতের গৃহস্থালীর পরিসরে তাকে আবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এইভাবেই নারী বিশ্বাস করতে শেখে যে তার স্বতন্ত্র কোন জীবন নেই বা জীবন থাকতেও পারে না। নারী-পুরুষের এই অসম সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় পরিবার থেকে শুরু করে আমাদের সমাজজীবনে, যেখানে আজও নারী ও পুরুষ কখনোই সমান বলে পরিগণিত হয় না। তাই অসংখ্য কন্যা আজও জন্ম নেওয়ার অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়; তাদের জন্মই যেন অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে লিঙ্গসমতা একটি স্বপ্নে পর্যবসিত হয় যে স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে যায়।

ব্যক্তিগত ও জনপরিসরের বিভেদ: অতীতকাল থেকেই পুরুষের উপর নারীর নির্ভরতার বিষয়টি স্বীকৃত এবং এই নির্ভরতাই নারীকে সমাজে এক ধরনের মর্যাদাহীন অবস্থানে স্থাপন করেছে। এর পরিণতিস্বরূপ ব্যক্তি পরিসরের সীমানা পেরিয়ে নারী সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি। তাই বৃহত্তর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং এর সুফল ভোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত পরিসরের বাইরে সবেতন কাজ হলো নারী স্বাধীনতার অন্যতম পূর্বশর্ত । কিন্তু আনুষ্ঠানিক সমতা এবং এর বাস্তব অনুশীলনের মধ্যে এখনও দীর্ঘ পথ রয়েছে; এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর কোন অংশই এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব প্রবেশাধিকার, ক্ষমতা এবং প্রভাবের ক্ষেত্রটি অসম। নারী ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনকি পরিবারের মধ্যেও নারীকে কখনোই ক্ষমতাসীন হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। অর্থাৎ এর থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে জনপরিসর এবং ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে সীমানা নির্মাণে লিঙ্গগত প্রভাব কাজ করে[৪]। গণতন্ত্রের দুটি মৌলিক নীতি হলো ব্যক্তিগত স্বশক্তিকরণ, যা বোঝায় যে অন্যের দ্বারা আরোপিত নিয়মের অধীন হওয়া উচিত নয়; এবং দ্বিতীয়ত, সমতার নীতি যা বোঝায় যে সমাজের মানুষকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ থাকা উচিত। লিঙ্গ সমতা গণতন্ত্রের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ নীতি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের ধারণাগুলি বেশিরভাগ সময়েই লিঙ্গ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে বর্জন করে। এর ফলে নাগরিকত্বের লিঙ্গগত প্রকৃতিকে খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। নাগরিকত্বের আলোচনা বেশিরভাগই প্রকৃত লিঙ্গ সম্পর্ক থেকে বিমূর্ত[৫]। একটি পরিণত গণতন্ত্রের প্রতীক হলো এক প্রাণবন্ত নাগরিক জীবন যেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই সমান ক্ষমতায় সমাজের সকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে। প্রকৃত গণতন্ত্র নিশ্চিত করার প্রয়াস করবে যাতে সকল নাগরিক কার্যকরভাবে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে এবং সমান দাবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়। সুতরাং গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ হয়ে উঠবে যখন সকল নাগরিক এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সরকারি কাঠামোতে প্রবেশাধিকার এবং প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সম্পুর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হতে হবে।

প্রচলিত লিঙ্গবয়ানের বিরোধিতা: প্রচলিত লিঙ্গবয়ানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এবং দৃঢ় চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখা যায় উনিশ শতকের নারীবাদী লেখকদের মধ্যে, যদিও এই লেখকদের সংখ্যা যথেষ্ট সীমিত ছিল। এই প্রবন্ধে পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচক রূপে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বক্তব্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব[৬]। বাঙালি সমাজ, বিশেষ করে মুসলমান সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা এবং

সামাজিক কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিল, ঠিক সেই সময়ে রোকেয়া নারী জাগরণের অগ্রদূত হয়ে বাংলায় শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা আমাদের পুরুষদের অভিভাবকত্বের অধীনে। একজন অভিভাবক ছাড়া একজন মহিলা কল্পনা করা যায় না...সম্ভবত কবরের মধ্যেও আমাদের একজন অভিভাবক থাকতে হবে'[৭]। রোকেয়ার দর্শন তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী মানুষ যিনি দেখেছিলেন প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতি এবং পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের কারণে কীভাবে নারী, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলারা কষ্ট ভোগ করছিলেন। যদিও সেই সময়ে হিন্দু নারীদের অবস্থাও ভালো বলা যাবে না, প্রযোজ্য। যে সময়ের কথা রোকেয়া তুলে ধরেছেন সেই সময়ে সাধারণভাবে অভিজাত মুসলিম পরিবারের মহিলারা বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই লেখাপড়া করতেন। হিন্দ সংস্কারকদের মতো মুসলিম সংস্কারপন্থীরাও অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নারী আদর্শ স্ত্রী এবং জননী হিসাবে পরিচিত হতে পারবে যদিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত পরিসরের গন্ডি ছেড়ে জনপরিসরে যাওয়ার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। মুসলিম সংস্কৃতির একটি অন্যতম অংশ ছিল জেনানা প্রথা। এই প্রথা অনুযায়ী মহিলাদের স্থান নির্ধারিত ছিল একটি আবদ্ধ পরিসরের মধ্যে এবং এর অবস্থান ছিল পুরুষের দৃষ্টি থেকে অনেকটা দুরে। এটি ছিল মহিলাদের একান্ত ব্যক্তিগত স্থান যা তারা পরিবারের অন্যান্য মহিলা অথবা বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিত। 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে রোকেয়ার কাল্পনিক রচনা তৎকালীন সমাজের চুড়ান্ত সমালোচনা এবং নারীর নূন্যতম ভূমিকায় উপস্থাপনের চমৎকার প্রতিফলন। তিনি দেখেছিলেন যে সমাজে তথাকথিত গোঁড়া পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থে সমগ্র সম্পদায়কে বিভ্রান্ত করে এবং এইভাবে নারীর উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। মিথ্যা কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসের ভিত্তিহীন ভয় নয়, তিনি বলেছেন, নারীকে সঠিক মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাঁর এই রচনা পিতৃতন্ত্র এবং ক্ষমতার সমীকরণকে খোঁজার চেষ্টা করেছে৷ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একমাত্র শিক্ষার সেই শক্তি আছে যা নারীকে স্বাবলম্বী এবং বিজয়ী হওয়ার পথ দেখাতে পারে। 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটি শুরু হয় একটি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যখন সুলতানা এক ভোরে ঘুম ভেঙে নিজেকে আবিষ্কার করে। রূপকের সাহায্য নিয়ে রোকেয়া এখানে নারীর উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহিলাদের সমাজে সীমাবদ্ধতা এতটাই যে, তারা যেন অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্দি। আর তারা যখন এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এক উজ্জ্বল পৃথিবী যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে; সকাল প্রকৃতপক্ষে যেন সেই উজ্জ্বল পৃথিবীর দ্যোতক। তিনি 'লেডিল্যান্ড', নামক একটি বিকল্প কাল্পনিক দেশের প্রস্তাবনা করেছেন যেখানে নারী সামাজিক অথবা ধর্মীয় রীতিনীতির দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা ছাড়াই জনপরিসরে প্রবেশ করতে পারে। এই বিকল্প পরিসরে মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না; তারা জেনানাতেও বাস করত না। কোনরকম বিধিনিষেধ ছাড়াই তারা সেখানে চলাফেরা করত। তাঁর লেখায় আর একটি কাল্পনিক পরিসরের উল্লেখ পাওয়া যায় - এটি হলো, 'মর্দানা' যা 'জেনানার' বিপরীতে অবস্থান করবে। এই মর্দানাতে পুরুষদের পর্দার আড়ালে থেকে নারীর অধীনে বসবাস করার পরামর্শ দেওয়া হয় যেভারে এতদিন নারীরা জেনানাতে বসবাস করে এসেছে[৮]। এই গল্পে রোকেয়া পুলিশের ভুমিকা অথবা কারাগারের কথা উল্লেখ করেননি। তার কারন অপরাধ যারা করতে পারেন তাদের যদি ঘরোয়া পরিসরে অর্থাৎ রোকেয়ার ভাষায়, 'মর্দানা'-তে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং রোকেয়া পরিকল্পিত 'লেডিল্যান্ড'-এ মহিলাদের উপর এতদিন ধরে চলে আসা সীমাবদ্ধতাগুলি অন্তহিত হয়।

রোকেয়ার মতে, পুরুষ সমাজে তার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, সমাজে নারীর কোন ভূমিকা নেই। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন কাম্। তিনি একটি সমান্তরাল বিশ্বের স্বপ্ন দেখেন যেখানে নারী ও পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই কাল্পনিক বিশ্বে নারী প্রাধান্য পায় এবং পুরুষ অবদমিত হয়। যদিও রোকেয়া সমতার কথা বলে এসেছেন, তাহলেও এইরকম একটি তীব্র দৃশ্যকল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি একটি দৃঢ় বার্তা দিতে চেয়েছেন। প্রচলিত লিঙ্গবয়ানের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন, সমাজের যুক্তিহীনতাকে তিনি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে 'লেডিল্যান্ড'-এর এই রূপান্তর ছিল পুরুষশাসিত জনপরিসরের পুনরুদ্ধার যদিও এই রূপান্তর বাস্তবে সম্ভব নয়, তাহলেও নারী এখানে নিজেকে মুক্ত রূপে অনুভব করে কারণ এখানে তাকে পুরুষের নজরদারির শিকার হতে হয় না। অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের জন্য এমন এক মানবিক সংস্কৃতির প্রয়োজন যেখানে ব্যক্তি নিরাপদ বোধ করবে এবং বৈষম্যমুক্ত পরিবেশে নিজের অধিকার প্রয়োগ করবে। আইনে নারীর জন্য আনুষ্ঠানিক সমতা সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে[৯]। তাই গণতন্ত্রের অর্থ শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন নয়; তা বৈষম্য থেকে স্বাধীনতাকেও বোঝায়। রোকেয়ার কাল্পনিক পরিসরে মহিলারা দেশ চালায়, তারা রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, সৈনিক এবং ব্যবসায়ী। এই রচনায় একজন কাল্পনিক বিজ্ঞান গবেষকের কথা বলা হয়েছে যিনি নারীকে পুরুষের থেকে উচ্চতর বলে গণ্য করেন। নারীর চিরাচরিত কাজের প্রসঙ্গে যিনি দাবি করেন যে পুরুষেরা মহিলাদের জন্য কাজ করার যোগ্য নয়। নারী যেভাবে সমস্ত কিছু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তা দেখে সুলতানা আনন্দিত হন। মনে রাখতে হবে যে গত শতাব্দীতে রোকেয়া যখন নারীজাতির সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন, তখন লিঙ্গ বিষয়ক ধারণাগুলি সেভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দ্রু হয়নি[১০]। সেই সময় তিনি বলিষ্ঠভাবে নারীর জীবনের বিকাশ এবং নারীশিক্ষার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সুলতানার স্বপ্ন - কেস স্টাডি: 'সুলতানার স্বপ্ন' আধিপত্য এবং অসমতার পুনর্গঠনের কাঠামো হিসাবে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যে দিয়ে নারীর আত্মমর্যাদার বিষয়টি তুলে ধরে এই রচনা। এখানেই ব্যক্তিগত পরিসর এবং জনপরিসরের পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুটি পরিসরের দ্বৈত সত্তা এখানে মিলেমিশে যায়। নারীবাদ যে কেবলমাত্র একটি ধারণা নয় তা যে জীবনযাত্রার প্রণালীও এই সত্যটি উদঘাটিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লিঙ্গগত বিভাজন এবং তার ফলশ্রুতিতে যে বৈষম্য সমাজে প্রচলিত তা নিয়ে রোকেয়া সরাসরি প্রশ্ন না তুলে বরং তথাকথিত লিঙ্গ ভূমিকারই পরিবর্তন করে দেন যেখানে পুরুষ পরিচিত হয় নিকৃষ্ট লিঙ্গ রূপে।

ক্ষমতায়ন হলো একটি বহুমাত্রিক ধারণা; ফলাফলের বিস্তার বোঝাতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশ্লেষণ নয়, বরং নির্দিষ্ট ধরনের নীতি এবং হস্তক্ষেপের কৌশলগুলি সমর্থন করার উদ্দেশ্যে 'ক্ষমতায়ন' শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সামাজিক অর্তভূক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নও ক্ষমতায়নের মাপকাঠি। সমাজবিজ্ঞানী বেনেট ক্ষমতায়নকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পদ এবং ক্ষমতার বৃদ্ধি রূপে বর্ণনা করেছেন যা প্রভাববিস্তারকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে জবাব প্রত্যাশা করে। এর পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে আরো কিছু অনন্য উপাদানের উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন বলা যেতে পারে যে এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে তার নিষ্ক্রিয়করণের আধার হলো পরিবার নিজেই। এর জন্য পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির রূপান্তর একান্ত প্রয়োজন[১১]। এ প্রসঙ্গে উদারনৈতিক নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা সমাজবিজ্ঞানী মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, আমি চাইনা যে মহিলারা পুরুষদের পরাভূত করুক; তাদের নিজেদের সামর্থ তৈরি করতে হবে[১২]। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে

প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষন করে বলা যেতে পারে যে বিকল্প, পছন্দ, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য, নিজের জীবন ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ - এসবই নারীর ক্ষমতায়নের নির্দিষ্ট কিছু শর্ত । নারীবাদী আন্দোলনের একটি সর্বকালীন তাৎপর্যপূর্ণ দাবি হলো নিজের জীবন সম্পর্কে নারীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা[১৩]। পিতৃতন্ত্র পুরুষের আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রতিক্ষণে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ক্ষমতা এই প্রেক্ষাপটে পিতৃতন্ত্রের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যকে বোঝায়। পিতৃতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র আধিপত্যকারী ব্যবস্থা যা সর্বদা নারীকে অধীনে রাখার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তাই শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন নয়, নারীর মুক্তির পথ প্রশস্ত করে পারে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় ভিত্তিসমূহের পরিবর্তন। ক্ষমতায়ন হলো 'এমন প্রেক্ষাপটে কৌশলগত জীবন বাছাই করার জন্য মানুষের ক্ষমতার সম্প্রসারণ যে ক্ষমতা আগে অস্বীকার করা হয়েছিল'[১৪]। ক্ষমতাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তা বিদ্যমান ক্ষমতা বিন্যাসকে টিকিয়ে রাখতে অথবা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহায্য করে। ক্ষমতা একটি বিতর্কিত ধারণা[১৫]। কারোর উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ মাত্রেই হলো পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। নারীর ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম উপাদান হলো নারীর কর্তৃত্ব বিস্তারের ক্ষমতা। আর তখনই তা কার্যকর হবে যখন তা অভ্যন্তরীণ রূপান্তর অথবা উপলব্ধিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তা যদি নিশ্চিত করা যয় তাহলে নারী নিজের মনোমত বিকল্প বাছাই করার সামর্থ্য অর্জন করবে। সুতরাং কেবলমাত্র সক্ষমতা নয়, বিকম্প বাছাইয়ের অধিকার সম্পর্কেও সে সচেতন হবে[১৬]। বাঁধাধরা পদ্ধতি বা আদর্শের বাইরে গিয়ে চিন্তা করার সামর্থ্য এবং স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যে দিয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পুর্ণ হবে। পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ, বাজার, রাষ্ট্র - সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা সম্ভব হবে।

ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যে অসম ক্ষমতার বিন্যাস তৈরি হয়, বহির্জগতে তারই প্রতিফলন ঘটে। রাজনীতি হলো একটি ক্ষমতা - বিন্যস্ত ব্যবস্থা যেখানে একটি গোষ্ঠী আরেকটি গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে। পিতৃতন্ত্রের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবারের মধ্যেও ক্ষমতা - কাঠামোভিত্তিক একধরনের সম্পর্ক দেখা যায় যেখানে নারীকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে পুরুষ তাকে শোষণ করে। কেট রাজনীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাই পরিবার ব্যক্তিগত পরিসর বলে চিহ্নিত হয়েও তা হয়ে ওঠে ক্ষমতা - সম্পর্কের চিরন্তন ক্ষেত্র, যেখানে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হয়[১৭]। প্রচলিত লিঙ্গবয়ান জোর দিয়েছে রাজনীতির বৃহত্তর সংজ্ঞার উপর। এটি কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একচেটিয়াভাবে সীমায়িত নয় বরং তা 'দৈনন্দিন জীবনের রাজনীতি'। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নাগরিক সমাজে অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও রাজনীতির অর্তভুক্ত হবে। অর্থাৎ শ্রমবাজারে অ-উৎপাদনশীল হওয়ার কারণে নারীকে বর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ক্ষমতার সম্পর্কগুলি পরিবারের মধ্যে এবং একইসাথে নাগরিক সমাজ ও বাজারের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে কাজ করে[১৮]। সুতরাং পরিবার ব্যক্তিগত পরিসরের অন্তর্ভুক্ত এইরকম মন্তব্য করলে তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার কারণটিও মনে রাখতে হবে। পরিবার একদিকে যেমন যত্ন ও মাতৃত্বের পরিসর, তেমনি অন্যদিকে নিপীড়ন ও নির্ভরতার ক্ষেত্রও বটে[১৯]। এই পরিস্থিতিতে জনপরিসর এবং ব্যক্তিগত পরিসরের পার্থক্য প্রত্যাখ্যাত হয়। সুতরাং রাজনীতিতে নারীর উপস্থিতিকে আধুনিক গণতন্ত্রে একটি নতুন বহুত্ববাদ এবং বৈচিত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে সুচিত হয় সংহতির এক নতুন রূপ যার অর্তভুক্ত কেবলমাত্র নারী নয়, সমস্ত প্রান্তিক ও নিপীড়িত সামাজিক গোষ্ঠী।

পিতৃতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল স্তরে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতা মেনন বলেছেন, পিতৃতন্ত্র কোন সমজাতীয় কাঠামো নয়, শোষণের অন্য হাতিয়ারসমূহ যেমন বর্ণ, জাত, শ্রেণী প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা অত্যাচার এব্য শোষণকে বৈধতা দেয়[২০]। পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার সমবন্টন সেখানে কখনোই সম্ভব নয়। নারীবাদ নারীর প্রান্তিকীকরণের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে চায়। নারীবাদ বলে যে নারী কেবলমাত্র তার শারীরিক আবেদনের উপর ভিত্তি করে বস্তু নয় বিষয়ও। আধিপত্য বিস্তারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এমনভাবে আধিপত্যের শর্তগুলি প্রয়োগ করা হয় যাতে সেগুলিকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই সমাজে পুরুষের সম্মান নারী শরীর পরিচালনা করার ক্ষমতার দ্বারা চিহ্নিত হয়, আর অন্যদিকে নারীর সম্মান নির্ভর করে পুরুষের দ্বারা 'অনুমোদিত আচরণ' - এর উপর এমনকি অসম ক্ষমতা বিন্যস্ত আপাত লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিশ্বে যেভাবে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেখানেও তাদের আচরণ ও পরিচয়ের সীমানা নির্ধারণ করে দেয় পুরুষই[২১]। রোকেয়ার সমান্তরাল বিশ্বে নারী প্রাধান্য পায় এবং পুরুষ অবদমিত হয়। নারীকে শেষপর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক প্রত্যাশার ভার বহন করতে হয় না; সে মুক্ত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার মতাদর্শ ও প্রাধান্যকারী সংস্কৃতি দিয়ে নারীর মনকে নির্মাণ করে দেয়। এই লড়াই জারি থাকে নারীদের জন্য সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে। নারী তখনই 'মুক্ত' হবে যখন উপলব্ধি করা যাবে যে লিঙ্গের সাথে যুক্ত পুরুষত্ব বা নারীত্ব একটি সামাজিক নির্মাণ। সচেতন মানুষ হিসাবে অনুভূত হবে কীভাবে আধিপত্যবাদী আদর্শের দ্বারা নারী আবদ্ধ[২২]।

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র: সমগ্র ইতিহাস জুড়ে পুরুষ একটি গোষ্ঠী হিসাবে ক্ষমতার উপকরণগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। সেখানে নারীর রাজনৈতিক পরিসরে পদার্পণ সীমিত ছিল পুরুষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করার মধ্যে। সমাজে পুরুষ এবং নারীর ন্যায়সঙ্গত উপস্থিতি প্রচলিত লিঙ্গনিয়মের ভারসাম্যহীনতা দুর করতে পারে। আর ভারসাম্যহীনতা কমে এলে আশা করা যেতে পারে যে নারীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনার পরিমাণ হ্রাস পাবে। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে সমাজে অংশগ্রহণ করার এবং অবদান রাখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে উন্নয়নের কোন অর্থ থাকে না। সাম্য এবং বৈষম্যহীনতা যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দ। গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে অংশগ্রহণমূলক হয়ে উঠতে গেলে নারী ও পুরুষের কণ্ঠের সমতা নিশ্চিত করতে হবে। নারীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান না হলেও সামাজিক রীতিনীতির উপস্থিতিকে অস্বীকার করারে উপায় নেই। নারীর প্রতি যে আচরণ করা হয়ে থাকে তার সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অনুমোদন আছে; এই অনুমোদন প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দুভাবেই হতে পারে। সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের এই আচরণে উৎসাহ যোগায়। 'সুলতানার স্বপ্ন' অন্তঃপুরবাসিনী নারীর মনন এবং সামাজিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখার প্রতিবাদস্বরূপ। রোকেয়া এখানে কল্পনা ও স্বপ্নের সাহায্য নিয়ে তার মুক্তির দিকনির্দেশ করতে চেয়েছেন। নারীর পৃথিবী আর পুরুষের পৃথিবী স্বতন্ত্র নয়; পুরুষের যেভাবে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের উপর অধিকার রয়েছে, নারীরও ঠিক একই অধিকার প্রাপ্য। অক্রান্তভাবে কাজ করে রোকেয়া সমাজের, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব | যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব...উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই...'[২৩]।

নারীশিক্ষা ও সামাজিকীকরণ: ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র সমান সুযোগ লাভ করবে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোচ্চার হয়ে রোকেয়া আরো বলেন, আমরা সমাজের অর্ধেক অংশ, যদি আমাদের পশ্চাদবর্তী করে রাখা হয় তবে সমাজের অগ্রগতি কীভাবে সম্ভব? নারীজাগরণের একমাত্র পথ যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীর উপর বিভিন্ন অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন[২৪]। অবিভক্ত ভারতে নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত রূপে রোকেয়া সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। মেয়েদের জন্য 'ধর্ণ-মুক্তার অলঙ্কার' তীর কাছে ছিল দাসত্বের শৃঙ্খল; অলঙ্কার গড়তে টাকা ব্যয় না করে তিনি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং তা সফলভাবে করেছিলেন[২৫]।

নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার সমীকরণকে পরিবর্তিত করা ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য । এই প্রক্রিয়া তাই নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। যেহেতু সমাজের কোন কাঠামোই শূন্যে কাজ করে না, তাই ক্ষমতায়নের জন্য সমাজের অন্যান্য কাঠামোগত পরিবর্তনও আবশ্যক। বলাবাহুল্য যে মহিলাদের ক্ষমতায়নে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর কোন কিছুরই থাকতে পারে না। নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষণা লিঙ্গের গতানুগতিকরণকে নির্দেশ করে। উইলিয়াম এবং বেস্ট (১৯৯০) দেখেছেন যে তাঁদের গবেষণায় ২৫টি দেশে মহিলাদের দেখা হয়েছে আবেগপ্রবণ, বশ্যতাপূর্ণ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিসাবে অন্যদিকে পুরুষ চিত্রিত হয়েছে সাহসী, বলশালী এবং স্বাধীন রূপে[২৬]। এই গতানুগতিকরণের উপর ভিত্তি করে নারী এতিহ্যাগতভাবে পরাধীনতা এবং পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে চলেছে। এমন নয় যে এই প্রক্রিয়া সবসময় সচেতনভাবে করে হচ্ছে, কিন্তু তা না হলেও আন্তঃব্যক্তিক আচরণের উপর এই প্রক্রিয়া প্রভাব ফেলে। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া নাগরিক সমাজে এতটাই প্রবল যে এই গতানুগতিকরণকেই স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। এই পরিচয়ের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস ব্যতিক্রম রূপে চিহ্নিতি হয়।

শিক্ষার ভূমিকা এখানেই যে এটি বিপরীত সামাজিকীকরণকে উপস্থাপন করার সুযোগ দিতে পারে যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যমান প্রক্রিয়া বা অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার পথ উন্মুক্ত হবে। এপ্রসঙ্গে ডুর্খেইমের কথা উল্লেখ করা যায় যিনি শিক্ষাকে তরুণ প্রজন্মের পরিকল্পিত সামাজিকীকরণ রূপে বিবেচনা করেছিলেন[২৭]। বর্তমানে প্রয়োজন 'পুরুষ ও মহিলার একটি প্রজন্ম তৈরি করা যারা বিশ্বাস করে যে হিংসা গ্রহণযোগ্য নয় এবং যাদের সাম্যবাদী সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে'[২৮]। শিক্ষা হলো আশা এবং সংগ্রামের একটি ক্ষেত্র একটি উন্নত জীবনের আশা, এবং কীভাবে সেই উন্নত জীবনকে কার্যকর করা যায় এবং অর্জন করা যায় তার সংগ্রাম[২৯]। শিক্ষাই পারে মানুষকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করতে। তাই, ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য শিক্ষার এমন পরিকল্পনা প্রয়োজন যেখানে প্রথম পদক্ষেপটি একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে গঠিত হবে যা বলবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক হিসাবে নারীর একটি বৈধ অবস্থান রয়েছে। শিক্ষা লিঙ্গসাম্য সম্পর্কে যুবকদের সংবেদনশীল করে গড়ে তোলার প্রয়াস করবে আর মেয়েদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে। প্রত্যেকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে। দেখতে হবে যাতে নাগরিক হিসাবে পুরুষ এমনভাবে ক্ষমতায়িত হতে পারে যা নারীর উপর পুরুষের ক্ষমতাকে চাপিয়ে দেবে না এবং তাকে পুরুষের অধীনস্ত করে রাখবে না। এইভাবেই ছেলে ও মেয়েরা 'শিক্ষার্থী' থেকে 'নাগরিক' হয়ে উঠবে[৩০]। রোকেয়া এমন এক নতুন যুগের স্বপ্ন দেখেছিলেন

যেখানে পুরুষ ও মহিলাদের সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে। শিক্ষা সামাজিকভাবে বেঁচে থাকার কর্মসূচী। অর্থাৎ শিক্ষা সর্বদাই সেই সমাজের সাথে সম্পর্কিত যার জন্য এটি পরিকল্পনা করা হয়। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে উভয় লিঙ্গকেই শিখে নিতে হবে যে সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকতে হলে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজন আছে।

উপসংহার: সুতরাং, শিক্ষাই হলো পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার যা নারীর আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেবে এবং সমাজে তার জায়গাকে আরো মজবুত করবে। লিঙ্গ সংবেদনশীল পাঠক্রম এবং সেই সঙ্গে সমাজে পার্থক্য এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। আন্তোনিও গ্রামসির কাছে স্বাক্ষরতা একটি দ্বি-ধারী তলোয়ার যা একদিকে আত্মশক্তিকরণ এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে; অথবা অন্যদিকে দমন এবং আধিপত্যের সম্পর্ক স্থায়ী করার জন্য চালিত হতে পারে[৩১]। শিক্ষার ধারণাকে একটি আদর্শ হিসাবে, একটি সামাজিক নির্মাণ হিসাবে বিচার করতে হবে যা সর্বদা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাথে জড়িত। একটি নৈতিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তির উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যা মানবজীবন এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে আরও প্রসারিত করে দেবে। এই শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে মানুষ সমাজে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরে ব্যবহারিক বাস্তব শিক্ষার মাধ্যমে যে মুক্তি বা স্বাধীনতা তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। তাঁর পরিকল্পনায় সাক্ষরতা অর্জন করা নিছক প্রযুক্তিগত দক্ষতা নয়, এর মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও স্বাধীনতার ভিত্তি প্রসারিত হবে। নারী ও পুরুষকে তাদের অধিকার এবং কর্তব্য বুঝে নিতে হবে, সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে রূপান্তর ঘটবে। বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পর্কের এই পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা এইভাবে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠতে পারে৷ শিক্ষা বাহন হয়ে দাঁড়াবে সেই নিপীড়িত মানুষের জন্য যারা সমাজের ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে আহ্বান আহ্বান জানিয়েছেন; তিনি এই সমালোচনামূলক চেতনাকে নিপীড়নের ব্যাবস্থার চেয়ে আরো বেশি কিছু বলে আখ্যায়িত করেছেন যা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কণ্ঠস্বরের বহুত্বের প্রতি সম্মান দ্বারা চিহ্নিত হয়। একমাত্র শিক্ষা পারে সমাজে প্রচলিত নিয়মগুলির সমালোচনা করে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করতে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই সেইসমস্ত চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যেগুলি তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। নারীসমাজের পরাধীন অবস্থার জন্য অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাকে দায়ী করে রোকেয়া বলেছিলেন, 'শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি[৩২]। এই হত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। শিক্ষা হলো সেই স্বাধীনতাকে আবার একবার উদ্ধার করার মন্ত্র৷ শিক্ষা নারীকে মানুষ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাকে স্বাবলম্বী এবং আত্মসচেতন হতে সাহায্য করতে পারে। রোকেয়া যে স্বপ্ন বহুযুণ আগে দেখে গিয়েছিলেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, সেই স্বপ্নকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে নিয়ে বাস্তব রূপ দেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। নারীর ক্ষমতায়নে নারীর সচেতনতা ও প্রচেষ্টার সাথে পুরুষের সহযোগিতা ও সহমর্মিতারও প্রয়োজন রয়েছে। সেই সংবেদনশীলতা তৈরি করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে একমাত্র শিক্ষার। তাই পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ সকলের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ, এই সমস্যার সমাধান সমাজের কোন একটিমাত্র অংশের দ্বারা সম্ভব নয়, বরং এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিরবচ্ছিন এবং গঠনমূলক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

১. মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি, ২০১৬ ঢাকা।

২. Deshi, Neera and Thakkar, Usha, Women in Indian Society, National Book Trust, India, 2001.

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যানী, রাজনীতি ও নারীশক্তি ক্ষমতায়নের নবদিগন্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯

৪. Lister., R, "Tracing the Contours of Women's Citizenship", Policy and Politics, Policy Press, 1993, Vol 21, Issue 1, pp 3-16.

৫. Arnot., M, David. M and Weiner, G., Closing the Gender Gap: Post-war Education and Social Change, 1999, Polity Press, UK.

৬. Hossain, R.S, Sultana's Dream and Selections from the Secluded Ones, 1988, Feminist Press, New York.

৭. Hossain, R.S., Griha, Nabanur in Girls in the Twilight Zone: South and South – East Asian Scenario, 2003, Department of South and South-East Asian Studies, University of Calcutta.

৮. Hossain, R.S, & Bagchi, B, Sultana's Dream and Padmarag: Two Feminist Utopias, 2005, Penguin Books, India.

৯. Menon, N. (Ed), Gender and Politics in India, 1999, Oxford University Press, New Delhi.

১০. Hossain, Selina, 'Rokeya's Spirit in Bengali Renaissance', in Mohammad Sakerullah (Ed) Ushaloke, 2013, Jonantik, Dhaka.

১১. Mishra, Nripendra Kishore and Tripathy, Tulika, 'Conceptualising Women's Agency, Autonomy and Empowerment', Economic and Political Weekly, 2011, Vol. 46, Issue No.11.

১২. Wollstonecraft, M, A Vindication of the Rights of Woman, 1792, Penguin Books, England.

১৩. Mishra, Nripendra Kishore and Tripathy, Tulika, "Conceptualising Women's Agency, Autonomy and Empowerment', Economic and Political Weekly, 2011, Vol. 46, Issue No.11.

১৪. Idib.

১৫. Lukes., S, Power : A Radical View, 2005, Palgrave, Macmillan, New York.

১৬. Mishra, Nripendra Kishore and Tripathy, Tulika, "Conceptualising Women's Agency, Autonomy and Empowerment', Economic and Political Weekly, 2011, Vol 46, Issue No.11.

১৭. Millet, Kate, Sexual Politics, 2016, Columbia University Press, New York.

১৮. Lister, R, Citizenship: Feminist Perspectives, 1997, London, Macmillan.

১৯. Walby, S., 'Is Citizenship Gendered?' Sociology, 1994, Vol 28, Issue 2.

২০. Yuval – Davis, N., Gender and Nations, 1997, Sage Publications, UK.

২১. Menon, N., (Ed), Gender and Politics in India, 1999, Oxford University Press, New Delhi.

২২. Young, I.M, Justice and the Politics of Difference, 1990, Oxford Princeton University Press, Oxford.

২৩. Chambers, C., "Masculine Domination, Radical Feminism and Change", 2005, Sage Publications, Vol. 6 Issue 3, pp 325 – 346.

২৪. Welchman, L. and Hossain, S, (Eds) 'Honour': Crimes, Paradigms and Violence against Women, 2005, Zed Books, London & New York.

২৫. Hobson, B., Lewis, J., and Siim, B. (Eds) Contested Concepts in Gender and Social Politics, 2002, Edward Elgar Publishing Limited, UK.

২৬. Shor, I. & Freire, P., A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education, 1987, Bergin & Garvey, South Hadley, MA.

২৭. নাছিমা বেগম এন ডি সি, 'নারীর ক্ষমতায়নে সুলতানার স্বপ্নের অতিক্রমণ', বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

২৮. শাহান আরা জাকির পারুল, "নারীর ক্ষমতায়ন ও বেগম রোকেয়া+, প্রভাতফেরী,১৩ ডিসেম্বর,

২৯. Idib, 2021.

৩০. Anderson, J. and Siim, B. (Eds) The Politics of Inclusion and Empowerment: Gender, Class and Citizenship, 2004, Palgrave Macmillan, New York.

৩১. Arnot, M., 'Gender Equality an Opportunities in the Classroom : Thinking about Citizenship, Pedagogy and the Rights of Children', Paper presented at Beyond Access : Pedagogic Strategies for Gender Equality and Quality Basic Education in Schools, 2004, Nairobi.

৩২. Elderon , J.L. and Eisikovits, Z.C. (Eds) Future Interventions with Battered Women and their Families, 1996, Sage Publications, UK.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. শান্তা পত্রনবীশ, 'রোকেয়ার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে নারীশিক্ষা', প্রথম আলো, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০.

২. Abowitz, K.K., and Harnish, J. "Contemporary Discourses of Citizenship', Review of Educational Research, 2006, Vol. 76, Issue. 4, pp. 653-690.

৩. Arnot, M., "Gender Equality and Opportunities in the Classroom: Thinking about Citizenship, Pedagogy the Rights of Children', Paper presented at Beyond Access'. Pedagogic Strategies for Gender Equality and Quality Basic Education in Schools, 2004, Nairobi

৪. Freire, P., and Macedo, D. Literacy: Reading the Word and the World, 1987, Bergin and Garvey, USA,